অষ্টম অধ্যায়

ব্যাকরণ

সন্ধি

দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যথা- তথা + এব = তথেব। সন্ধি তিন প্রকার- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও নিগ্‌গহীত সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যথা- নোহি + এতং = নোহেতং, ন + উপেতি = নোপেতি।

১। সরাসরে লোপং : স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে সমস্ত পূর্বস্বরের লোপ হয়। যথা- পঞ্চ + ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দ্রিযানি, বুদ্ধ + উপ্‌পাদ = বুদ্ধোপ্‌পাদ, এক + উন = একূন, পক্ক + ওদনো = পক্কোদনো।

২। বা পরো অসরূপা : স্বরবর্ণের পরস্থিত অসমান স্বরের কখনও কখনও লোপ হয়। যথা- চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, পন + ইমে = পনমে, কো + অসি = কোসি, সো + অহং = সোহং, যস্‌স + ইদানি = যস্‌সদানি।

৩। কৃচা সবণ্ণং লুত্তে : পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান স্বরবর্ণে পরিণত হয়। অর্থাৎ ই, ঈ এবং উ, ঊ যথাক্রমে এ এবং ও হয়। যথা-

চন্দ + উদযো = চন্দোদযো, মহা + ইসি = মহোসি, উপ + ইক্‌খতি = উপেক্‌খতি।

৪। দীঘং : পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হলে পরবর্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা-

সদ্ধা + ইধ = সদ্ধীধ, তত্র + অযং = তত্রাযং, তথা + উপমং = তথূপমং, সচে + অহং, = সচাহং, ইতর + ইতর = ইতরীতর।

৫। পুব্বো চঃ পরবর্তী স্বর লুপ্ত হলে পূর্ববর্তী স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়। যথা-

সাধু + ইতি = সাধূতি, ন + অহং = নাহং, লোকস্‌স + ইতি = লোকস্‌সাতি, দেব + অধিদেব = দেবাধিদেব, কিংসু + ইধ = কিংসূধ।

৬। যমেদন্তেস্সাদেসো : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত এ স্থানে কখনও কখনও য কার হয়। যথা-

তে + অহং = ত্যহং, তে + অজ = ত্যজ্জ,

মে + অহং = ম্যহং, তে + অত্থু = ত্যত্থু।

৭। বমোদুদন্তানং : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অন্তস্থিত ও কার এবং উ কার এবং উ কার কখনও কখনও ব আদেশ হয়। যথা-

অনু + এতি = অন্বেতি, সু + আগতং = স্বাগতং,

কো + অত্থো = কৃত্থো, সো + অস্স = স্বস্স।

৮। সব্বোচন্তি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী তি স্থানে চ হয। চ দ্বিত্ব হয়ে আবার চ্চ হয়। যথা-

ইতি + এতং = ইচ্ছেতং, ইতি = আদি = ইচ্চাদি,

জাতি + অন্ধ = জচ্চান্ধ, ইতি + আসণ্ন = অচ্চাসন্ন,

পতি + আগমি = পচ্চাগমি, পতি = আযো = পচ্চযো।

৯। দো ধস্স চ : স্বরবর্ণ পরে থাকলে কখনও কখনও ধ স্থানে দ হয়। যথা-

ইধ + অহং = ইদাহং, ইধ + ভিক্খবে = ইদভিক্খবে।

১০। ই বণ্ণো যং ন বা : ই ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই ঈ বর্ণের স্থলে বিকল্পে কখনও কখনও য হয়। যথা-

ইতি + এতং = ইত্তেতং, বি + আপদ = ব্যাপদ,

বি + অঞ্জনং = ব্যঞ্জনং, ইতি + আদি = ইত্যাদি = ইচ্ছাদি,

বি + অকখ্যাত = ব্যাক্খাত।

১১। এবাদিস্সরি পুব্বো চ রস্সো : স্বরবর্ণের পরে এব থাকলে তৎস্থলে রি আদেশ হয় এবং পূর্বস্বর হ্রস্ব হয় যথা-

সা + এব = সরিব, তথা + এব = তথরিব,

যথা + এব = যতরিব, সরযু + এব = সরযূরিব,

সয়ম্ভু + এব = সয়ম্ভুরিব।

১২। অব্ভো অভি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অভি উপসর্গের স্থলে অবভ আদেশ হয়। যথা-

অভি + অন্তরে = অব্ভন্তরে, অভি + উগ্গতো = অবভুগ্গতো,

অভি + ওকাসো = অব্ভোকাসো, অভি + উগ্গচ্ছতি = অবভুগ্গচ্ছতি।

১৩। অজ্ঝা অধি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে অধি উপসর্গের স্থানে অজ্ঝ আদেশ হয়। যথা-

অধি + অভাসি = অজ্ঝভাসি, অধি + অগমা = অজ্ঝগমা,
অধি + ওকাসো = অজ্ঝকাসো, অধি + উপগতো = অপগতো।

১৪। গো সরে পুথস্সাগমো ক্বচি : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পথ শব্দের অন্তে কখনও কখনও গ আগম হয়। যথা-

পুথ + এব = পুথগেব।

১৫। পাস্স চন্তো রসেসা : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পা এই নিপাত শব্দের পরে গ আগম হয় এবং পা এই শব্দের অন্তর হ্রস্ব হয়। যথা-

পা + এব = পাগেব।

১৬। য-ব-ম-দ-ন-ত-র-লা চাগমা : স্বরবর্ণ পরে থাকেলে য, ব, ম, দ, ন, ত, ব, ল এই কয়টি বর্ণ বিকল্পে আগম হয়। যথা-

য আগমে : ন + ইমস্স = নযিমস্স, ছ + ইমে = ছযিমে,
ন + ইদ্ধ = নযিদ্ধ, তি + অঙ্গিকং = তিবঙ্গিকং।

ব আগমে : প + উচ্চতি = পবুচ্চতি, ভু + আধি = ভুবাদি।

ম আগমে : ইদ্ধ + আহ = ইদ্ধমাহ, আদিচ্ছ + এব = আদিচ্চমেব,
কসা + ইব = কসামিব।

ল আগমে : ছ + অভিঞ্ঞা = ছলভিঞ্ঞা,
ছ + আযতনং = ছলাযতনং।

র আগমে : পরি + ওসানং = পরিযোসানং,
পাত + আসো = পাতরাসো, দু + আগতং = দুরাগতং।

দ আগমে : যাব + এব = যাবদেব, কিঞ্চি + এব = কিঞ্চিদেব।

ত আগমে : তস্ম + ইহ = তস্মাতিহ, অজ্জ + আগ্গে = অজ্জতগ্গে।

১৭। ও সরে চ : স্বরবর্ণ পরে থাকলে গো শব্দের ওকারের স্থানে আব এবং অব আদেশ হয় যথা- গো + এসু = গবেসু, গো + অজিনং = গবাজিনং।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। যথা- সম্ম + ধম্মং = সম্মাধম্মং।

১। সরা ব্যঞ্জনে দীঘং : ব্যঞ্জবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা-

মুনি + চরে = মুনীচরে, খন্তি + পরমং = খন্তীপরমং, দু + রক্খং = দুরক্খং।

২। রস্সং : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয়। যথা-

ভোবাদি + নাম = ভোবাদিনাম, ভাবি + গুণেন = ভাবিগুণেন,

পুগ্গলা + ধম্মা = পুগ্গলধম্মা, যথা + ভবি = যথভবি।

৩। লোপঞ্চ তত্রাকারো : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর লোপ পায় এবং সে লুপ্ত স্বরের জায়গায় অ আগম হয়। যথা-

সো + ভিক্খু = সভিক্খু, সো + সীবলা = সসীলবা,

এসো + ধম্ম = ত্রসধম্ম, সো + বে = সবে,

সো + মুনি = সমুনি।

৪। পরদ্বেভাবো ঠানে : স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে কখনও কখনও দ্বিত্ব হয়। যথা-

ইদ + পমাদো = ইদপ্পমাদো, বিজ্জু + লতা = বিজ্জুলতা,

অ + পমাদো = অপ্পমাদো, দু + কট = দুক্কট,

দু + নিমিত্ত = দুন্নিমিত্ত, দু + সীলো = দুস্সীলো।

৫। বগ্গে ঘোসাঘোসানং ততিয পঠমা : স্বরবর্ণের পর বর্গীয় অঘোষ ও ঘোষবর্ণগুলো যথাক্রমে সে সে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্গের সঙ্গে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা।

অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ, মহা + ফলং = মহাপ্ফলং,

তণ্হা + খযো = তণহাক্খযো, অধি + ঠিং = অধিট্ঠিং,

বোধি + ছাযা = বোধিচ্ছাযা।

৬। ও অবস্স : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে অবস্থানে ক্বচিৎ ও কার হয়। যথা-

অব + নদ্ধো = ওনদ্ধো, অব + কাসো = ওকাসো।

৭। তক্বি পরিভূপ্পদে ব্যঞ্জনে চ : ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অব শব্দের স্থানে কখনও কখনও উ কার হয়। যথা-

অব + গত = উগ্গতে, অব + গচ্ছতি = উগ্গচ্ছতি।

৮। পুথস্স ব্যঞ্জনে : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পুথ শব্দের অন্ত্য অকার উ কার হয়। যথা-

পুথ + জনো = পুথুজ্জানো, পুথ + ভূতং = পুথুভূতং।

৯। ক্বচি পটি পতিস্স : ব্যঞ্জবর্ণ পরে থাকলে পতি শব্দের স্থানে কখনও কখনও পটি আদেশ হয়। যথা-

পতি + হঞ্ঞতি = পটিহঞ্ঞতি।

১০। ক্বচি ও ব্যঞ্জনে : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বস্বর ক্বচিৎ ও কার হয়। যথা-

মন + মযং = মনোমযং, অহ + রত্তং = অহোরত্তং,

পর + গতং = পরোগতং, তপ + ধনো = তপোধনো।

১১। যবতং ত-ল-ন-দকারানং ব্যঞ্জনানি চ-ল-ঞ-জ কারত্তং : ই বর্ণের স্থানে য কার আদেশ হলে শব্দের অন্ত্য ত্য, ল্য, ন্য ও দ্য স্থানে কচিৎ চ, ল, ঞ, জ আদেশ হয় এবং এরা দ্বিত্ব হয়। যথা-

জাতি + অক্কো = জচ্চক্কো, যদি + এবং = যজ্জেবং,

অতি + অন্ত = অচ্চন্ত, অপি + একদা = অপ্পেকদা।

নিগ্‌গহীত সন্ধি

নিগ্‌গহীত অর্থাৎ অনুস্বারের সাথে স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে নিগ্‌গহীত সন্ধি বলে। যথা-

এবং + আহ = এবমাহ, ধম্মং + চরে = ধম্মচরে।

১। বগ্‌গন্তং বা বগগে : নিগ্‌গহীতের পরে যে বর্গের বর্ণ থাকে নিগ্‌গহীত স্থানে সে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা-

তণ্‌হং + করো = তণ্‌হঙ্কারো, দীপং + করো = দীপঙ্করো।

২। এহেঞ্‌ঞং : হ পরে থাকলে নিগ্‌গহীতের স্থানে বিকল্পে ঞ্‌ঞ কিংবা ঞ হয়। যথা-

তং + এব = তঞ্‌ঞেব, পচ্চেতং + এব = পচ্চতঞ্‌ঞেব,

তং + হিতস্‌স = তঞ্‌হিতস্‌স, অহং + এব = অহঞ্‌ঞেব।

৩। সযে চ : য পরে থাকলে নিগ্‌গহীত ও য উভয়ের স্থানে বিকল্পে ঞ্‌ঞ হয়। যথা-

সং + যোগ = সঞ্‌ঞোগ, সং + যুত্তং = সঞ্‌ঞুত্তং,

বিসং + যোগ = বিসকঞ্‌ঞোগ, সামং + যেব = সামঞ্‌ঞেব।

৪। মদাসরে : স্বরবর্ণ পরে থাকলে নিগ্‌গহীতের স্থানে কখনও কখনও ম এবং দ আদেশ য়। যথা-

তং +অহং = তমহং, গাথং + আহ = গাথমাহ,

তং + অহ = তদাহ, ইদং + আহ = ইদমাহ,

এতদ্‌ + অবোচ = এতদ্‌বোচ।

৫। নিগ্‌গহীতঞ্চ : স্বরবর্ণ কিংবা বঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে কখনও নিগ্‌হীত বা অনুস্বার আগম হয়। যথা-

পুব্ব + গমা = পুব্বংগমা, অব + সীরো = অবংসীরো।

৬। পরো বা সরো : কোন কোন স্থানে নিগ্‌গহীতের পরবর্তী স্বরবর্ণের লোপ হয়। যথা-

ইদং + অপি = ইদংপি, চক্কং +ইব = চক্কংব,

বিজং + ইব = বিজংব, উত্ততং + ইব = উত্ততংব,

৭। ব্যঞ্জনে চ বসঞ্ঞঞ্ঞগো : নিগ্গহীতের পরবর্তী স্বর লুপ্ত হলে ঐ স্বরের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের প্রথমটি লুপ্ত হয়। যথা-

এবং + অস্স = এবংস, পুপফং + অস্সা = পুপ্ফংসা।

৮। ক্বচি লোপং : স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ব অনুস্বার ক্বচিৎ লোপ হয়। যথা-

কথং + অহং = কথাহং, তাসং + অহং = তাসাহং।

৯। ব্যঞ্জনে চ : ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্ব অনুস্বার কখনও লোপ হয়। যথা-

বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং,

অরিযসচ্চানং + দস্সনং = অরিযসচ্চানদসনং।

বোমিস্সক সন্ধি (অবিমিশ্রিত সন্ধি)

১। অসদিস সংযোগ এক সরূপতা : দুটি অসদৃশ্য ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সংযুক্ত থাকলে তারা সমানরূপ পায়। যথা-

পরি + এসনা = পরিয্যেসনা।

২। বণ্ণানং বহুত্তং বিপরীততা চ : কোন কোন শব্দের বর্ণ বৃদ্ধি হয় এবং কোন কোন বর্ণদ্বয় বিপরীতভাবে ধারণা করে। যথা-

সা + ইথি = সোথি, কুসা + এব = বুসামিব, সা + রতি = সুমরতি।

৩। রদানং লো : ব এবং দ স্থানে কখনও কখনও ল হয়। যথা-

পরি + বোধো = পলিবোধো, পরি + দাহো = পরিদাহো।

৪। সরে ব্যঞ্জনে বা পরে বিন্দুনো ক্বচি মো : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে নিগ্গহীতের স্থানে কখনও কখনও ম হয়। যথা।

গাথং + আহ = গাথামাহ, মং + অভাসি = মমভাসি।

৫। বিন্দুতো পরসরং অঞ্ঞঞ্ঞসরতাপি : নিগ্গহীতর পরবর্তী স্বরবর্ণ কখনও অন্যস্বরে রূপ নেয়। যথা-

তং + ইমিনা = তদমিনা, কিং + অহং = কেহং।

৬। বাক্য সুখচ্চারণত্থং ছন্দহানিত্থঞ্চ বণ্ণলোপোপি : বাক্য উচ্চারণের সুবিধার্থে কখনও কখনও বর্ণ লোপ পায়। যথা-

অলাপুনি + সিদন্তি = লাপুনিমিদন্তি,

পটিসঙ্খায + যোনিসো = পটিসঙখাযোনিসো।

অনুশীলনী

ক. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। নোহেতং এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. নোহে + এতং খ. নো + এতং

গ. নোহি + এতং ঘ. নহি + এতং

২। ইতি + অপি এর সন্ধি কোনটি?

ক. ইতিপি খ. ইতিপ

গ. ইতপি ঘ. ইতাপি

৩। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বস্বর লোপ হয়- এর উদাহরণ কোনটি?

ক. পন + ইমে খ. ন + উপেতি

গ. পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ং ঘ. অত্র + অযং

খ. সন্ধি যুক্ত কর :

সাধু + ইতি, ছ + অভিঞ্ঞা, পক্ক + ওদনো, সো + অহং, চত্তারো + ইমে, ন + উপেতি, তথা + উপমং, তে + অহং, বি + আপদ, অধি + আগমন, ইতি + আদি, পুথ + এব, জাতি + সরে, তণ্হং + করো, গাথং + আহ, সং + যোগ, মস + ওসধ, পরি + এসনা, ন + ইমসস, প + এব।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

ইচ্চাদি, পক্কোদনো, চত্তারোমে, সদিচ্ছা, অত্রাযং, অম্বেতি, ইদাহং, ইচ্চেতং, পগেব, ছলাযতনং, এসধম্ম, দীপঙ্করো, মহাপ্ফলং, পুব্বংগমা, পরিলাহো, ওনদ্ধো, স্বাগতং, তথারিব, বুদ্ধানুসাসনং, দুব্ভিক্খং, এতদ্বোচ, জচ্চন্ধো, তদাহং, নাহং।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

২. নিম্নের সূত্রগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

সরাসরে লোপং, দীঘং, মদাসরে, পরো বা সরো, লোপঞ্চ তত্রাকারো, রসসং, পুব্বচ, দা ধস্সে চ, রদানং লো, বগ্গন্তং বা বগ্গে।